প্রধানমন্ত্রীর ঘর উপহার: দেশজুড়ে আনন্দধারা

নিউজ ডেস্ক, **বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম**

Published: 23 Jan 2021 05:18 PM BdST | **Updated:** 23 Jan 2021 06:28 PM BdST

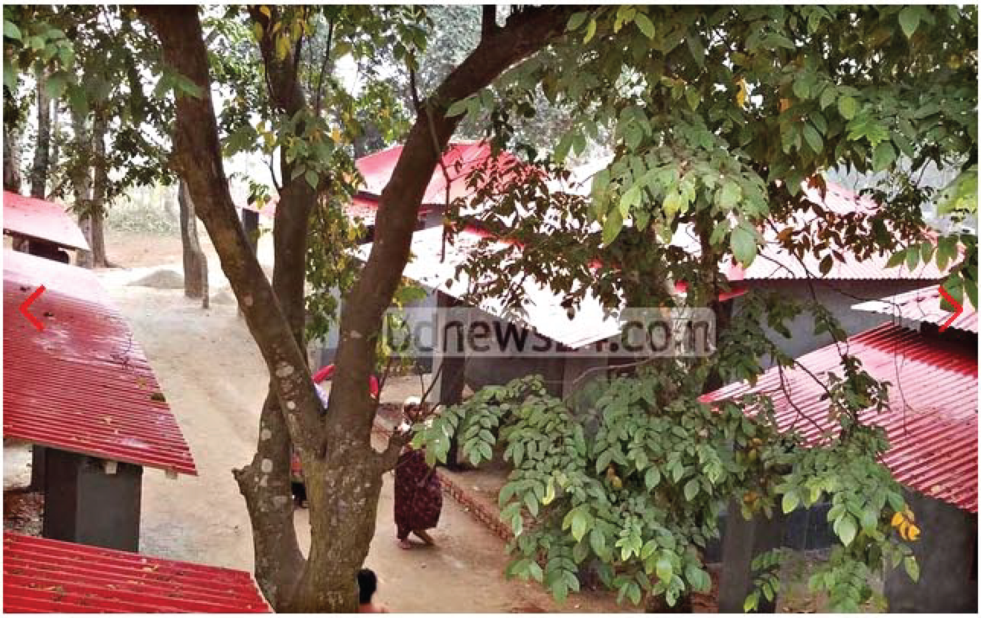

তালিকাভুক্ত প্রায় নয় লাখ পরিবারের মধ্যে প্রথম দফায় জমিসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘরের মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হয় শনিবার।
দুই শতক জায়গার উপর নিয়ে দুইটি শোবার ঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম। ইটের দেয়াল, উপরে টিনের চাল। আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর প্রতিটি ঘরের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এক লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

এ বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধিরা।

বাগেরহাট

পরের জমিতে ঘর বেঁধে স্ত্রী সন্তান নিয়ে বাস করা বাগেরহাট সদর উপজেলার শ্রীঘাট গ্রামের তরিকুল ইসলামের কথায় উঠে আসে কীভাবে তারভাগ্যে জুটল এ ঘর।

তিনি বলেন, একদিন এলাকায় মাইকের শব্দ কানে এল। বলা হচ্ছিল, যাদের জমি নাই, ঘরও নাই তাদের ঘর দেওয়া হবে। তাদের নির্ধারিত দিনে ইউনিয়ন পরিষদে যেয়ে নামের তালিকা জমা দিতে বলা হয়।

“আমি এই সংবাদ পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদে যেয়ে আমার নাম জমা দেই। এরপর একদিন ইউনিয়নের সব ভূমি ও গৃহহীনদের

উপস্থিতিতে প্রশাসন লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে। ওই লটারিতে আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়।"

ভ্যানরিকশা চালক তরিকুল আরও বলেন, স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে আমার ছোট সংসার। লটারিতে নিজের একটা স্থায়ী বাসস্থান জুটে যাওয়ায় আমি দারুণ খুশি।

বাগেরহাটের ডিসি ফয়জুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করেছেন। তারই অংশ হিসেবে বাগেরহাট জেলার নয়টি উপজেলায় ৪৩৩টি পরিবার এ ঘর পাবে।

"এরমধ্যে আমরা আজ শনিবার জেলার ৩৩৮টি পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ঘরগুলো তৈরির কাজ চলছে। খুব শিগগির তা হস্তান্তর করা হবে।"

উপকূলীয় বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায় ১৯৭টি, বাগেরহাট সদরে ৫৪টি, কচুয়ায় ৩৬টি, রামপালে ১০টি, মোংলায় ৫০টি, মোল্লাহাটে ৩৫টি, চিতলমারিতে ১৭টি, ফকিরহাটে ৩০টি এবং মোরেলগঞ্জে ৬টি পরিবার এ ঘর পাচ্ছে।

যশোর

যশোরে আটটি উপজেলায় প্রথম ধাপে ৬৬৬টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার হাতে জমিসহ নতুন ঘর পেয়ে উচ্ছ্বসিত সুবিধাভোগীরা 'মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ায়' প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

যশোরের আট উপজেলায় এক হাজার ৭৩টি পরিবারকে জমিসহ নতুন ঘর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে শনিবার প্রথম ধাপে ৬৬৬টি পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হলো। বাকি ৪০৭ পরিবারকে দ্রুত জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

প্রথম পর্যায়ে যশোর সদর উপজেলায় ২৯০টি, ঝিকরগাছায় ১৯টি, চৌগাছায় ২৫টি, মণিরামপুরে ১৯৯টি, অভয়নগরে ৫৭টি, কেশবপুরে ১২টি ও শার্শা উপলোয় ৫০টি জমিসহ ঘর বুঝে পেয়েছেন সুবিধাভোগীরা।

উপকারভোগী শাহিনুর বেগম বলেন, "আমার জায়গা জমি ছিলে না। পরের বাড়ি কাজকর্ম করতাম ও ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। এখন আমাদের মা জননী হাসিনা জায়গা দিয়েছে, ঘর দিয়েছে- আমি তাতে অনেক খুশি। তার জন্য নামাজ পড়ে মোনাজাত করব। আমাদের মতো গরিবদের পাশে যেন সে সারা জীবন থাকতে পারে। আমাদের চোখের পানিটা যেন মুছে যায়। দোয়া করি প্রধানমন্ত্রী সারা পৃথিবীর কাছে সম্মান পায়।"

হাবিল উদ্দীন নামে অপর একজন সুবিধাভোগী বলেন, "আমাদের সংসারে পাঁচজন লোক। মাঠে ঘাটে কাজ করে খাই। আমার কোনো জমি নেই। প্রধানমন্ত্রী জমি দেছে, ঘর দেছে। এ পেয়ে আমি খুব খুশি। বিনামূল্যে জমি-ঘর পাবো কোনোদিন ভাবিনি।"

স্বপন শেখ নামে আরেকজন বলেন, 'আমার বাড়ি রূপদিয়া। আমরা পরের ভিটায় থাকি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমারে জমিসহ ঘর দেছে। আমার সন্তানদের নিয়ে পরের জমিতে থাকতি হবে না। এখন আমি আর ভূমিহীন ঘরহীন না। আমি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি যেন মানুষের কল্যাণে আরো কাজ করতে পারেন।'

চাঁদপুর

উপহার পেয়ে খুবই আনন্দিত চাঁদপুর সদরের উপকারভোগীরা।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে উপকারভোগী মেঘনাথ ত্রিপুরা বলেন, "ঘর পেয়ে খুবই খুশি হলাম। আমার ঘর বাড়ি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী দেয়ার কারণে আমার এখন সবকিছুই হল।"

আরেক উপকারভোগী সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার ঘর-বাড়ি নদীতে পাঁচবার ভাঙা দিয়েছে। এরপর একজায়গায় আশ্রয় নিয়ে ছিলাম। এখন পরিবার পরিজন নিয়ে মাথা গোজার ঠাঁই হয়েছে।

হাবিবুর রহমান বলেন, শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রধামন্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি।

রাস্তার মাটি কাটার শ্রমিক চামেলী গৃহহীন ত্রিপুরা বলেন, স্বামীর রোজগার দিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটিয়েছি। এখন নিজেও কাজ করি।

সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের বাসিন্দা পিংকি রানী ত্রিপুরা বলেন, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাথা গোজার ঠাঁই ছিল না। প্রধামন্ত্রী ঘরের ব্যবস্থা করায় তাকে ধন্যবাদ জানাই।

চাঁদপুরে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেয়েছেন ১১৫টি পরিবার।

নওগাঁ

নওগাঁয় এক হাজার ৫৬টি পরিবার পেল ঘর।

নওগাঁ সদর উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে উপকারভোগীদের মাঝে ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করা হয়।

নওগাঁ জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ বলেন, জেলায় 'ক' ও 'খ' শ্রেণির গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৮ হাজার ৪৯৩টি। প্রথম পর্যায়ে জেলার এক হাজার ৫৬টি পরিবারকে দুই শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত পূর্বক গৃহ প্রদান করা হচ্ছে।

"অন্যের বাড়িতে ও রাস্তার পাশে ঝুঁপড়ি ঘরে, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা, দিনমজুর, ভিক্ষুক ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রধিকার দেওয়া হয়েছে।"

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় এ জেলার ১১টি উপজেলায় এক হাজার ৫৬টি পরিবার ঘর পেয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১০টি, বদলগাছীতে ৪৮টি, মহাদেবপুরে ৩৪টি, আত্রাইয়ে ১৭৫টি, রানীনগরে ৯০টি, মান্দায় ৯০টি, সাপাহারে ১২০টি, নিয়ামতপুরে ৭১টি, পোরশায় ৫৪টি, ধামইরহাটে ১৫০টি এবং পত্নীতলায় ১১৪টি ঘর রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে ভিক্ষুক পরিবার ৩১টি, প্রতিবন্ধী ১৫টি, অন্যের বাড়িতে-রাস্তার পাশে ও খোলা জায়গায় ঝুপড়ি ঘরে থাকা ১১টি, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা ৫৫টি, দিনমজুর ১২টি, আদিবাসী ৯১টি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবার রয়েছে ৭৩টি।

মান্দা উপজেলার ভূমিহীন তাহমিনা বেগম অন্যের জায়গায় বেড়ার ঘর করে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে।

তিনি বলেন, "এখন নতুন বাড়িতে স্বামী-সন্তান নিয়ে উঠব। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে ঘুমাতে পারব নিশ্চিন্তে।"

অন্যের বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করা সদর উপজেলা বর্ষাইল ইউনিয়নের বাচারী গ্রামের দিনমজুর রেজাউল ইসলাম বলেন, "ঘরগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে।

"কয়েকদিনের মধ্যে ঘর বুঝিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহর রহমতে নিশ্চিতে ঘরে বসবাস করতে পারব।"

দুইটি শোবার ঘর, একটি টয়লেট, রান্নাঘর, কমনস্পেস ও একটি বারান্দা নিয়ে গড়া আধাপাকা প্রতিটি গৃহ নির্মাণে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা জেলায় জমি ও ঘর পেয়েছে ১৩৪ গৃহহীন পরিবার।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে ভূমি ও ঘরহীনদের জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

জেলার চারটি উপজেলার মধ্যে সদরের ৩৪, আলমডাঙ্গার ৫০, দামুড়হুদার ৩২ ও জীবননগরের ১৮ পরিবারকে দেওয়া হয় আধাপাকা নতুন ঘর।

চুয়াডাঙ্গা ডিসি নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, এক হাজার ১৩১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়া হবে। মুজিববর্ষের মধ্যেই নির্ধারিত ভূমিহীন ও গৃহহীনরা ঘর পাবেন। শুরুতে দেওয়া হয়েছে ১৩৪ পরিবারকে।

ঘর পেয়ে আলোকদিয়া ইউনিয়নের হাতিকাটা গ্রামের রেহেনা বেগম বলেন, “আমারা সরকারি জমিতে থাকতাম। এখন ঘর ও নিজের জমি হল। খুব ভাল লাগছে। কল (টিউবওয়েল) পোতা হলে এবং বিদ্যুত লাইন দিলে তাড়াতাড়িই ওই ঘরে উঠব।”

হাতিকাটা গ্রামের ইকরামুল হকের জানান, তার ভাই তরিকুল ঘর পেয়েছে।

“আমরা খুবই খুশি। পাকা ঘরে থাকা যাবে।”

মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জের ছয়টি উপজেলার ৫০৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার শনিবার ঘর পেয়েছে।

‘ক’ শ্রেণির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫০৮টি পরিবার পাবে দুই শতাংশ জমির দলিল এবং এক লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যায়ে নির্মিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট আধাপাকা ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

এ ৫০৮টি গৃহের মধ্যে সদর উপজেলায় ১০০টি, গজারিয়া উপজেলায় ১৫০টি, লৌহজং উপজেলায় ১৪৩টি, সিরাজদিখান উপজেলায় ২৫টি, টঙ্গীবাড়ি উপজেলায় ২০টি, শ্রীনগর উপজেলায় ৭০টি পরিবার জমির দলিলসহ এসব ঘর পেয়েছে।

ঠিকানা বিহীন পরিবারগুলো স্থায়ী ঠিকানা পাওয়ায় আনন্দে বিভোর এখন।

জয়পুরহাট

মুজিববর্ষ উপলক্ষে জয়পুরহাট জেলায় ১৬০টি পরিবারকে মাঝে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কর্যক্রমের উদ্বোধন শেষে জেলার পাঁচটি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে

১৬০টি পরিবারের মাঝে নবনির্মিত এসব বাসগৃহের দলিল হস্তান্তর করা হয়।

গৃহহীনদের জন্য তৈরি প্রধানমন্ত্রীর উপহার হস্তান্তর

বসত ঠিকানা হলো রাঙামাটির ২৬৮ পরিবারের

রাঙামাটি

ডিসি মামুনুর রশিদ জানান, রাঙামাটির ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৬৮টি পরিবারকে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম দফায় রাঙামাটি সদর উপজেলায় ৬০, কাপ্তাই উপজেলায় ৩০, রাজস্থলী উপজেলায় ৬২, বরকল উপজেলায় ১৯, বাঘাইছড়ি উপজেলায় ৩৫, লংগদু উপজেলায় ৩৪ ও নানিয়ারচর উপজেলায় ২৮টিসহ ২৬৮টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও জানান, রাঙামাটি জেলায় ৭৩৬টি বসত-ঘর নির্মাণের বরাদ্দ এসেছে। প্রথম ধাপে আমরা 'ক'শ্রেণির (জমি নেই, ঘর নেই) ২৬৮টি পরিবার ঘর বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাকি ঘরগুলোও নির্মাণাধীন রয়েছে।

দিনাজপুর

ভূমিহীন ও গৃহহীন জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে 'আশ্রায়ন প্রকল্প'র আওতায় দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় তিন হাজার ২২টি পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডিসি মাহমুদুল আলম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, প্রথম পর্যায়ে ৪ হাজার ৪৭৬টি পরিবার বাড়ি পাবেন। তবে নির্মান শেষ করা ৩ হাজার ২২ জনকে শনিবার ঘর প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ঘর নির্মাণ শেষ হলেই পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হবে।

টাঙ্গাইল

এ জেলার ১২টি উপজেলার ৬০৭টি পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর কবুলিয়ত দলিলসহ নব-নির্মিত বাসগৃহ পেয়েছেন বলে টাঙ্গাইলের ডিসি ড. মো. আতাউল গণি জানিয়েছেন।

টাঙ্গাইল জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে উপকারভোগীদের হাতে দলিল তুলে দেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার ১৫৭টি পরিবার শেখ হাসিনার উপহার জমিসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর পেয়েছেন।

উপকারভোগীদের এসব ঘরের চাবি, জমির কাগজ বুঝিয়ে দেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

এ উপলক্ষে সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসন থেকে জানায়, আশ্রয়ন প্রকল্প-২ প্রথম ধাপে কুষ্টিয়া জেলার ১৫৭টি গৃহহীন পরিবারের মধ্যে সদর উপজেলায় ১টি, মিরপুর উপজেলায় ৫৬টি এবং ভেড়ামারা উপজেলায় ১০০টি ঘর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া একই প্রকল্পের আরও ১৮০টি গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে। এসব নির্মাণাধীন গৃহগুলোর মধ্যে সদর উপজেলায় ৩২টি, কুমারখালী উপজেলায় ৫৭টি, খোকসা উপজেলা ৩০টি এবং দৌলতপুর উপজেলায় ৬১টি।

বরিশাল

বরিশাল জেলার ভূমি ও গৃহহীন এক হাজার নয়টি পরিবারকে মাথা গোজার জন্য ঘর দিয়েছে সরকার।

শনিবার জেলার ডিসি জসিম উদ্দিন হায়দার জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে বরিশালের ১ হাজার ৫শ' ৫৬টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়া হবে।

"আজ ১ হাজার ৯টি পরিবারের হাতে জমি ও ঘরের কাগজ তুলে দেওয়া হয়েছে। অবিশিষ্ট ৫৪৭টি গৃহ নির্মাণের কাজ আগামী ১৭ মার্চের মধ্যে শেষ হবে। জমি ও ঘর পেয়ে খুশি সুবিধাভোগীরা।"

পঞ্চগড়

এ জেলায় ১ হাজার ৬৮ গৃহহীন পরিবারকে সেমিপাকা ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শনিবার।

ডিসি ড. সাবিনা ইয়াসমিন জানান, সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৫৭ পরিবারের মধ্যে পঞ্চগড় সদর উপজেলায় ২০৮, দেবীগঞ্জে ৫৮২, বোদায় ৫৫, আটোয়ারীতে ৭০ এবং তেঁতুলিয়া উপজেলায় ১৪২টি পরিবারকে এ ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়।

এছাড়া স্থানীয়ভাবে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থায়নে আরও ১১টি পরিবারসহ মোট ১ হাজার ৬৮ পরিবারকে সেমিপাকা ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয় বলে জানান তিনি।

এ উপলক্ষে সদর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের জোছনা বেগম, তসলিমউদ্দিন, মমতাজ আলীসহ ১৮ জনের হাতে জমির কবুলিয়াত দলিল, নামজারি খতিয়ান, ডিসিআর এবং গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

এছাড়াও বাকি উপকারভোগীদের বাড়িতে গৃহের চাবি পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

একইভাবে জেলার তেঁতুলিয়া, আটোয়ারি এবং বোদা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জমির কবুলিয়াত দলিল, নামজারি খতিয়ান, ডিসিআর এবং গৃহের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নাটোর

নাটোর জেলার ৫৫৮টি পরিবার দুই শতক জমিসহ একটি করে আধাপাকা বাড়ির মালিক হলেন শনিবার।

এদের মধ্যে ঝুরমান বেওয়া (৬৪) নামের এক গৃহহীন বিধবা আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য জমি দান করে একটা বাড়ি পেয়েছেন। বাগাতিপাড়া উপজেলায় নতুন বাড়ির পেয়ে ঝুরমান বেওয়া বলছেন, সরকার ২৯ বছর আগে আমাক ৯৭ শতক খাস জমি দিছিলো। টাকার অভাবে এতদিন বাড়ি করতে পারিনি। তাই ৮০ শতক জমি অন্যদের ঘর তোলার জন্য সরকারকে ফিরত দিছিনু। সরকার খুশি হয়ে আজ আমাক একটা নতুন বাড়ি উপহার দিছে। খুব ভালো লাগছে।

শনিবার নাটোর সদর উপজেলা মিলনায়তনসহ প্রতিটি উপজেলা মিলনায়তনে গৃহ প্রদানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা মিলনায়তনে সুবিধাভোগীদের হাতে চাবি ও দলির তুলে দিয়ে ডিসি শাহরিয়াজ বলেন, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩৯৪ বর্গফুট আয়তনের ৫৫৮টি নতুন আধাপাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

৫৫৮টি বাড়ির মধ্যে সদরে ১৬২টি,সিংড়ায় ৬০টি, গুরুদাসপুরে ৫০টি,বড়াইগ্রামে ১৬০টি, লালপুরে ৪২টি,বাগাতিপাড়ায় ৪৪টি এবং নলডাঙ্গায় ৪০টি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলার সাতটি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৮৪৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেল সেমিপাকা বাড়ি।

শনিবার সাত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহীরা সুবিধাভোগীদের হাতে এসব ঘরের চাবি ও দলিল তুলে দেন।

এরমধ্যে গাইবান্ধা সদর উপজেলায় ১০৫টি, সুন্দরগঞ্জে ২৭২টি, গোবিন্দগঞ্জে ১২০টি, সাদুল্লাপুরে ১৭৯টি, ফুলছড়িতে ৭৫টি, সাঘাটায় ৩৫টি এবং পলাশবাড়ী উপজেলায় ৬০টি পরিবার এ বাড়ি পান বলে জানান ডিসি আব্দুল মতিন।

ঘরের চাবি ও দলিল হাতে পেয়ে সাদুল্লাপুর উপজেলার পুরাণ লক্ষ্মীপুর গ্রামের লতিফা বেগম বলেন, “কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই, হামার একটা পাকা ঘর হবে।”

সাদুল্লাপুর খেয়াঘাট গ্রামের হায়দার আলী বলেন, “জমি আর পাঁকা ঘর একসাতে যার জন্যে (কারণে) পানু (পেলাম) আল্লা তাক জ্যান (যেন) যুগ যুগ ধরি ভালো থোয় (রাখে) ।”

‘এখন আর কেউ ঘর কেড়ে নিতে পারবে না’

Jagonews24.com

‘পাকা ঘরে বাস করতে পারবো, স্বপ্নেও ভাবিনি’

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এ বিষয়ে হতদরিদ্র পুতুল বেগম বলেন, ১০ বছর আগে এক দিনমজুরের সাথে বিয়ে হয়। এরপর কয়েক বছর লোকের বাড়িতে ছিলেন। সেখানে জায়গা না হওয়ায় বাবার বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। তবে গত পাঁচ বছর থেকে কুসুম্বিয়া গ্রামে অন্যের জমিতে এক আম বাগানের ভিতর টিন দিয়ে ঝুপড়ি ঘর তুলে বসবাস করছেন। আম বাগান দেখাশোনা করার শর্তে মালিক সেখানে থাকতে দিয়েছেন। দিনমজুর স্বামী কখনো ট্রাক্টর, কখনো ভ্যান ও রিকশা চালানোর কাজ করেন।

তিনি আরও বলেন, 'কখনো জমি কিনে বাড়ি করার স্বপ্ন দেখিনি। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তিনি আমাদের মতো পরিবারের থাকার জন্য একটি ভাল বাড়ি তৈরী করে দিয়েছেন।'

একই এলাকার হতদরিদ্র ইসলাম হোসেন বলেন, দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। আগে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া থাকতেন। এখন লোকের জায়গায় টিনের ঝুপড়ি ঘর দিয়ে বসবাস করছেন। সরকার তার নামে একটি বাড়ির বরাদ্দ দিয়েছে। বাড়ির মধ্যে রান্নাঘর, গোসলখানা ও টয়লেট আছে। ঘরগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আয় বা না যায়; এখন আল্লাহর রহমতে নিশ্চিন্তে সে বাড়িতে পরিবারসহ বসবাস করতে পারব।'

নওগাঁ সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ভালো উদ্যোগ। তবে ঘরের বরাদ্দ আরেকটু বাড়ানো গেলে আরো ভালো হতো। বাড়ির ডিজাইনসহ আনুষঙ্গিক কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষ করে ঘরের যে তীর দেয়া খুঁটি আছে, সেটি আরেকটু বাড়াতে হবে।

নওগাঁ জেলা প্রশাসক হারুন অর-রশীদ বলেন, জেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৮ হাজার ৫৬৩টি। প্রথম পর্যায়ে জেলার এক হাজার ৫৬টি পরিবারকে দুই শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত দিয়ে গৃহ প্রদান করা হচ্ছে। গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার, বিশেষ করে অন্যের বাড়িতে ও রাস্তার পাশে ঝুপড়ি ঘরে বাস করা পরিবার, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা, দিনমজুর, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, '[illegible] নিয়েই এতদিন তারা অন্যের জায়গায় বসবাস করত। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এমন আশ্রয়ণের ঘর পেলে মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে। অধিকাংশ গৃহ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সকল উপজেলায় [illegible] সম্পন্ন হয়েছে।'

[illegible]

‘কখনও ভাবিনি নিজের এক টুকরো জায়গা ও ঘর হবে’

আজ আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন : প্রধানমন্ত্রী

[illegible]

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন শেখ হাসিনা

[illegible]

'বঙ্গবন্ধুর বেটি বিনামূল্যে ঘর দিছে, মুই মনখুলি দোয়া করুম'

নওগাঁয় ঘর পেলো ১০৫৬ পরিবার

'এমন একটি ঘরে থাকতে পারব স্বপ্নেও ভাবিনি'

একটি বাড়ি বেঁচে থাকার আশা জাগিয়েছে বেলুকার

সালাহ উদ্দিন জসিম, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শরণখোলা (বাগেরহাট) থেকে
প্রকাশিত: ০৪:২৭ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২১

বেলুকা বেগম (৫৫)। জীবনের মানে বোঝার আগেই বাঁধেন সংসার। বাবার কষ্টের সংসার থেকে চলে আসেন স্বামীর সংসারে। সুখ ও ঠাঁই দুটোই হবে, এমন স্বপ্ন ছিল শুরুতে। স্বামী, সংসার ও সন্তান লালনপালন—এসব কিছু বোঝার আগেই কোলজুড়ে একে একে আসে দুই সন্তান। তারপরও মনে জোর ছিল, স্বামী পাশে থাকলে সবই সামলে নেবেন। তা আর হলো কই? কুকুরের কামড়ে মারা গেলেন স্বামী। বেলুকার জীবন হয়ে যায় দুর্বিষহ।

একদিকে উপকূলীয় এলাকায় সিডর, আইলা, আম্ফানসহ নানা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করেই জীবন যাপন করতে হয়; তার ওপর নেই ভিটেমাটি, মাথা গোঁজার ঠাঁই। নেই উপার্জনক্ষম কোনো পুরুষ। দুই সন্তান নিয়ে কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কী খাবেন, কী হবে সন্তানদের ভবিষ্যৎ? এসব নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান বেলুকা।

এই নিঃস্ব বেলুকার সহায় হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জীবনের জন্য পরম আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভাব হয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় একটু জায়গা আর একটি ঘর মেলে বেলুকার।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বাগেরহাট জেলার উপকূলীয় উপজেলা শরণখোলার বেলুকা বেগম জাগো নিউজকে বলছিলেন তার জীবনের গল্প। এই জীবন-সংগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর ঘর উপহার প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, তার বেঁচে থাকার আশা জেগেছে নতুন করে। মাথা গোঁজার অবলম্বন তাকে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে।

বেলুকা বেগম জানান, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর শুরু হয় তার জীবনের চরম যুদ্ধ। নিজের জীবিকা ও সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মানুষের দ্বারে দ্বারে কাজ করে জীবন চালাতেন। কখনো এখানে, কখনো সেখানে থাকতেন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য জোটে। কিন্তু মাথা গোঁজার ঠাঁই? তা তো নেই। দুর্বিষহ কষ্টের জীবনে মাথা গোঁজার জন্য সুলতান আহমদ নামের একজনের সঙ্গে ফের ঘর বাঁধেন। কিন্তু আগলে রাখার বদলে নির্যাতন করতে থাকেন বেশি। নানা চিন্তা করে একে একে সন্তানও নেন পাঁচটি। কিন্তু সুখ তো অধরা। সে সংসারও করা হয়নি।

জীবনযুদ্ধে পোড় খেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। পরের বাড়ি কাজ করে, পরের জায়গায় থেকে পাঁচ মেয়েকে বিয়ে দেন। ছেলেদেরও কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু তাতে তো খাবার জোটে; ঠাঁই হয় না। যখন যেখানে ঘর করেন; হয় তাড়িয়ে দেয়, নয় প্রকৃতি নিয়ে যায়। তিনি বলেন, '২০০৭ সালে সিডরের ভয়ে খাটের নিচে লুকাইছি, তাতেও কাজ হয়নি। অফিসাররা এসে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে গেছে, আর ঘর তো নিয়ে গেছে সিডরে।' বেলুকা জানান, এমন কষ্টের মাঝেই শোনেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর করে দিচ্ছেন। ইউএনওর কাছে নিজের জীবনের গল্প বলতেই তাকে জায়গা বরাদ্দ দিয়ে ঘর করে দেয়া হয়।

বেলুকা বলেন, 'শেষ বয়সে এসে অন্তত নিশ্চিন্তে রাত কাটাতে পারছি, এর চেয়ে সুখ আর নেই। জীবনে বহু কষ্ট করেছি, (চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে) এখন অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁই পাইছি। এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই।'

বেলুকার মতো প্রতিবেশী মাসুম দর্জি, ইব্রাহিম শিকদারসহ অনেকের দুর্বিষহ জীবনের অবসান হয়েছে এভাবে জায়গা ও ঘর পাওয়ার মধ্য দিয়ে। শরণখোলায় ২০০-সহ বাগেরহাটের ৪৩৩টি পরিবারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সরদার মোস্তফা শাহীন জাগো নিউজকে বলেন, 'আমি এই কাজ করতে করতে গিয়ে কত শত মানুষের দুঃখ দুর্দশা শুনেছি। মানুষের অসহায়ত্ব দেখেছি। এই উপজেলায় ২০০ পরিবার বাড়ি পাচ্ছে। এটা প্রধানমন্ত্রীর মহান উদ্যোগ। এর আগে কেউ এমন উদ্যোগ নেয়নি। এই উদ্যোগে মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে, এটা অনেক বড় প্রাপ্তি।'

বাগেরহাট জেলা প্রশাসক আ ন ম ফয়জুল হক জাগো নিউজকে জানান, পুরো জেলায় ৪৩৩ পরিবার এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় আসছে।

প্রসঙ্গত, মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭০ হাজার পরিবারকে বাড়ি করে দেয়া হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একযোগে এসব উদ্বোধন করবেন। এরপর ধাপে ধাপে প্রায় নয় লাখ পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় বাড়ি করে দেয়ার পরিকল্পনা আছে সরকারের।

এসইউজে/এমআরআর/এইচএ/এমএস

ঠাকুরগাঁওয়ে ডানা মেলছে গরিবের স্বপ্ন

তানভীর হাসান তানু

'সারাজীবন কাঁদে মাটি [illegible] খুঁড়ি হাঁড়ি-পাতিল বানাইছু, কিন্তু কপালত (ভাগ্যে) ভাবি নাই-কাঁচা মাটি খুঁড়ি ইঁট বানেয়া পাকা বাড়িত থাকি বা পারিমো (থাকতে পারব)। দুইটা বেটিক বিহা (বিয়ে) দিবার পর আর সহায়-সম্বলও নাই। সেইঠানে চিন্তা করা তো দুরের কথা এই বুড়া বয়সোত জমি পাকা বাড়িত [illegible] পারিমো ([illegible]), সেইটা কপালত ভাবি নাই। কিন্তু সরকার এলা হামাক পাকা বাড়ি করি দিছে। এলা মনে হচে জীবনটা স্বর্গ।'

এভাবেই জাগো নিউজকে নিজের অনুভূতি জানিয়েছেন আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাওয়া ৬৮ বছর বয়সী মৃৎশিল্পী [illegible] পান। তিনি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নের [illegible] বাসিন্দা। চোখে-মুখে অন্যরকম এক উচ্ছ্বাস।

স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে যখেন পালের অভাবের সংসার। সহায় সম্বল বিক্রি করে দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এখন স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন অন্যের জায়গায় ঝুপড়িঘরে। সারাজীবন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। স্ত্রী ও নিজের জন্য দু মুঠো আহার জোগাতেই হিমশিম খেতে হয়। শেষ জীবনে এক টুকরো জমি কিনে পাকা বাড়ি বানানোর কথা কখনই ভাবতে পারেননি তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহারের পাকা বাড়ি পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত যখেন পাল। সদর উপজেলার [illegible] 'সোনালী স্বপ্নালয়ে' তিনি পেয়েছেন একটি পাকাঘর।

একই পল্লীতে পাকাঘর পাওয়া আক্তারা বানু জানান, প্রায় ৪০ বছর আগে দিনমজুর শফিকুল ইসলামের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। জমির জমি না থাকায় এতোদিন অন্যের পুকুরপাড়ে ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করেছেন তিনি। স্বামী ঠিকমতো কথা বলতেই পারেনা। নিজের বাড়ি হবে, তাও আবার পাকাঘর এ যেন [illegible]।

অতীতের দুর্বিষহ জীবনের গল্প বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে আক্তারা বানুর। বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমাকে ঘর দেবে এটা কখনও ভাবিনি। কীভাবে তার এ ঋণ শোধ করব তা বুঝে উঠতে পারছি না। সারাজীবন আল্লাহর কাছে শেখ হাসিনা আপার জন্য দোয়া করব।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ঠাকুরগাঁও জেলার পাঁচ উপজেলায় ৬৯৯ টি ঘর নির্মাণ শেষ পর্যায়ে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় নির্মিত হচ্ছে ৩৩৩টি ঘর, পীরগঞ্জ উপজেলায় [illegible]টি, রাণীশংকৈল উপজেলায় [illegible]টি, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় [illegible]টি এবং হরিপুর উপজেলায় [illegible]টি।

সদর উপজেলার রোলাডাঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান সীমান্ত কুমার বর্মন বিজয় জানান, যেসব ভূমিহীনকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে তারা কোনোদিন এমন ঘর নির্মাণ করতে পারতেন না। সরকার তাদের পাকাঘর নির্মাণ করে দেয়ায় পরিবারগুলো সরকারের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, সদর উপজেলায় ৩৩৩টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। জেলা প্রশাসক প্রথম থেকে কাজের মান তদারকি করে আসছেন। ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সহযোগিতায় সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক পরিবারকে দুই শতক জমি এবং তার উপর নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হবে।

জেলা প্রশাসক ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জমি ও ঘর প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঠাকুরগাঁও জেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন ৭ হাজার ৮০০ জন গৃহহীন রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এ জেলায় ৭৮৯ জনকে পাকাঘর দেয়া হচ্ছে। পুনর্বাসনে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী এসব ঘর হস্তান্তর করেছেন। উপকারভোগীদের পরবর্তী ভূমির নামজারি, কবুলিয়ত ও দলিলাদি সম্পাদন সব কিছু হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

-এএইচ/পিডিএস

দৃষ্টিনন্দন ঘর পাচ্ছে ২৩৭ দুস্থ পরিবার

[illegible]

আজ এখানে কাল ওখানে, আশ্রিত হয়ে জীবনের অনেকটা সময় যারা পার করে চলেছেন তাদের জীবনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি হয়ে এলো স্থায়ী নিবাসের খবর। যারা গৃহহীন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বসবাস করছেন তাদের মধ্য থেকে ২৩৭ পরিবার দুই শতাংশ জমিসহ পাচ্ছেন স্থায়ী নিবাসের ঠিকানা।

মুজিববর্ষে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া উপহার পাচ্ছেন ২৩৭ গৃহহীন পরিবার। এরমধ্যে শনিবার (২৩ জানুয়ারি) ৪০ পরিবার তাদের গৃহ বুঝে পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনের পরই গোড়াই ও তরফপুর ইউনিয়নে নির্মিত এই গৃহ বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলে উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। বাকি গৃহগুলো পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

এদিকে মির্জাপুরের উয়ার্শী ইউনিয়নের বাসিন্দা সরকারের এক সচিব দুটি, স্থানীয় সাংসদ মো. একাব্বর হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান মীর এনায়েত হোসেন মন্টু ও উপজেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তারা মিলে একটি করে আরও পাঁচটি ঘর দিবেন বলে জানা গেছে।

উপজেলার মহেড়া ইউনিয়নের আবাদপাড়া গ্রামের আমেলা বেগম বলেন, অনেক মা-বাবাও সন্তানদের জন্য এরকম চিন্তা করে না। যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করেছেন। যতদিন বেঁচে আছি এই ঘরের মধ্যে থেকে যাবো। নিজের জায়গা না থাকায় জীবনের অনেকটা সময় অন্যদের আশ্রয়ে কেটে গেছে।

তরফপুর গ্রামের জামাল ব্যাপারী বলেন, 'অন্যের জায়গায় ঘর তুলে থাকতেছি। কোনোদিন নিজের ঘর হবে ভাবিনি। মানবদরদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য তা হইতেছে। আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ রাখেন'।

মির্জাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. জুবায়ের হোসেন বলেন, উদ্বোধনের দিন শনিবার ৪০ গৃহহীন পরিবার দুই শতাংশ জমিসহ তাদের ঘর বুঝে পাবেন। বাকিদের পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার, ক্যানালের পাশের ঝুঁপড়িঘর থেকে পাকাঘরে তারা

জেলা প্রতিনিধি | ঝিনাইদহ | প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২১

ঝিনাইদহে মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া পাকা ঘর ও জমি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন হতদরিদ্র পরিবারের মানুষগুলো।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ঘর বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসময় সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী, সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হতদরিদ্র মানুষসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা শেষে ১৫৯টি দরিদ্র পরিবারের হাতে ঘর ও সেই ঘরের দুই শতাংশ জমির দলিল তুলে দেয়া হয়।

এসময় নতুন ঘর পেয়ে নিজের আনন্দের কথা জানান সদর উপজেলার কয়েরগাছী গ্রামের শামসু শেখ বলেন, দুই সন্তান আমাদের খেতে-পরতে দেয় না। অন্যের জায়গায় ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে থাকতাম। ঝড়-বৃষ্টিতে খুবই কষ্ট করেছি সেই সাথে সাপের ভয়ও ছিলো।

তবে এই বয়সে এসে দুই শতাংশ জমি ও একটি পাকা বাড়ির মালিক হতে পেরে খুবই আনন্দিত। কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি আমার পাকা ঘর হবে জমি হবে। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীকে এই উপহার দেওয়ার জন্য।

ঘর ও জমি পাওয়া শামসুন্নাহার ও হবা বেগম জানান, আগে ক্যানালের পাশে একটি খাসজমিতে ঝুঁপড়িঘর তুলে বসবাস করতাম। সবসময় ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে এসেছি। একটু ঝড় বৃষ্টি হলেই উড়ে যেত ঘরের ছাউনি। পাকা ঘরে ঘুমাতে পারবো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমিসহ আমাদের পাকা ঘর দিয়েছেন এতে আমি অনেক খুশি।

আব্দুল্লাহ আল মামুন/এসএমএম/জিকেএস

বাড়ি পেল ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫০ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২১

মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে জমি ও গৃহ প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেন তিনি।

এ সময় লাইভে সংযুক্ত ছিল- খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা প্রশাসন। পাশাপাশি, দেশের সব উপজেলাই অনলাইনে এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় ৯ লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে। এ মাসে ৭০ হাজারের পাশাপাশি আগামী মাসে আরও ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে।

ভাঙনে ঘরহারা জাহানারা-রীনারা পেল পাকাঘর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রধানমন্ত্রীর জমি ও ঘর পাচ্ছেন বাকপ্রতিবন্ধী আবু তাহেরের মেয়ে রোকেয়া বেগম। তিনি বলেন, 'আমার মা নেই, বাবা প্রতিবন্ধী। নদী ভাঙনে জমি-জমা সব শেষ। আব্বা আর আমি রাস্তার পাশে বসবাস করতাম। এখন শুনলাম প্রধানমন্ত্রী আমাদের জমি ও ঘর দিয়েছে। আমরা অনেক কষ্টের জীবনে যে আমার জমি ও ঘর হলো। সেটাও আমার পাওয়া। জীবনে যতদিন বাঁচবো ততদিন প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করব।

ঘর পাওয়া হিরা বেগম বলেন, 'নদী ভাঙনে জমি ও ঘর বিলীন হওয়ার পর বাড়ুয়ার দিয়ে ঝুপড়ি তুলে ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকছি। ঝড়-বৃষ্টি হলেই ভিজতে হতো। নিজের জমি কেনা বা ঘর করার মতো টাকা-পয়সা তো দূরে থাক খাওয়ার নিশ্চিত যোগাড় করতে পারি না। প্রধানমন্ত্রী ঘর দিয়ে জেনে আমরা আনন্দিত।'

তিনি আরও বলেন, 'এখন আর আমাদের রাস্তার পাশে ঝুঁকি নিয়ে অন্যের জমিতে বসবাস করতে হবে না। আর কারও কথাও শুনতে হবে না। আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।'

তজুমদ্দিন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা পল্লব কুমার হাজরা জানান, তালিকা তৈরি করে শতভাগ ভূমিহীন, গৃহহীন ১৮ জনকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার জমি ও ঘর দেয়া হচ্ছে। জমি ও ঘর পেলে তাদের কষ্টের দিন শেষ হবে।

ভোলা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক জানান, ভোলার ৭ উপজেলায় ৫২৩টি ঘর দেয়া হবে। প্রতিটি ঘরে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কার্যক্রমে উদ্বোধন করার পরপরই প্রত্যেককে তাদের জমির দলিলপত্রসহ ঘর বুঝিয়ে দেয়া হবে।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এসএমএম

‘বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না’

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২১

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু আমাদের বাংলাদেশ দিয়েছে। এই দেশ ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।’

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে গোয়াইনঘাট উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গোয়াইনঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিলুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. ফারুক আহমদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. ইব্রাহিম, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া হেলাল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ. কে. এম. নূর হোসেন নির্ঝর, পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান লেবু প্রমুখ।

এছাড়াও মন্ত্রী সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, ফলক উন্মোচন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এসব প্রকল্পের মধ্যে আলীরগাঁও ইউনিয়নের বারহাল আলিম মাদ্রাসার চারতলা একাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর, গোয়াইনঘাট উপজেলা কমপ্লেক্সের নবনির্মিত ও সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও সম্প্রসারিত হলরুমের উদ্বোধন করেন।

দুপুরে তিনি ইমরান আহমদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে উপজেলার দশগাঁও নওয়াগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ও নন্দীরগাঁও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং সালুটিকর ডিগ্রি কলেজে নবনির্মিত চারতলা বিশিষ্ট আইসিটি ভবনের উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রাম প্রতিদিন

গৃহহীনদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী: তথ্যমন্ত্রী

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ১৬১৪ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২৩, ২০২১

213 Share

চট্টগ্রাম: তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা- অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যার সমাধান অনেক আগেই করেছেন।

এখন গৃহহীনদের মাথা গোঁজার জন্য ঠাঁই করে দিচ্ছেন তিনি।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) রাঙ্গুনিয়ায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার আশ্রয়নের ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাসস্থানের সমস্যা এখনও আমাদের দেশে থেকে গেছে। এই সমস্যাকে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী মুজিববর্ষে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সমস্ত গৃহহীন মানুষকে ঘর করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন- মুজিববর্ষে আমরা গৃহহীনদের ঘর করে দেবো। সেই ঘোষণা শুধু ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি তার রাষ্ট্রযন্ত্র ও দলকে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। আজকে একদিনে ৭০ হাজারের মতো ঘর তিনি উদ্বোধন করেছেন।

তিনি বলেন, সমগ্র বাংলাদেশে আজকে যারা ঘর পেয়েছে তারা কখনও ভাবেনি এই ধরণের একটি জমির মালিকানাসহ দুই রুমের একটি ঘর উপহার পাবেন। এই অভাবনীয় কাজ আজকে জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা করেছেন। আমার জানা নেই পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এভাবে একই দিনে ৭০ হাজার পরিবারকে ঘর দেওয়া উদ্বোধন হয়েছে কিনা।

হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ আগে ছিল খাদ্য ঘাটতির দেশ, এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ, অর্থাৎ আমরা ক্ষুধাকে জয় করেছি। ভরদুপুরে কিংবা সন্ধ্যার পরে শহরের অলিগলিতে কিংবা গ্রাম গ্রামান্তরে "মা আমাকে একটু বাসি ভাত দেন" সেই ডাক এখন আর শোনা যায় না। কারণ বাসি ভাতের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে অনেক আগে।

তিনি বলেন, দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন। এরপরও কিছু কিছু ভিক্ষুক আছে। তবে শুধু ভিক্ষুক যে বাংলাদেশে আছে তা নয়, অনেক দেশে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ভিক্ষুক আছে। বাংলাদেশে যদি কেউ ভিক্ষুককে এখন দুই টাকা দেই, ভিক্ষুক তাকে দুইটা গালি দেবে। ৫ টাকা দিলে আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখবে, মানুষটা কেমন। লাল রঙের ১০ টাকার নোট দিলে মোটামুটি খুশি হবে, তবে পুরাপুরি না। এই হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আজকে বাংলাদেশে কোন ছেঁড়া কাপড় পরা ও খালি পায়ে মানুষ দেখা যায় না। আগে আমাদের দেশে বিদেশ থেকে পুরানো কাপড় আসতো, সেগুলো ধোলাই করে হকার্স মার্কেটে বিক্রি হতো। সেগুলো কিনে আমরা পরে সাহেব সাজার চেষ্টা করতাম। আর এখন বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি হয়, আর সেগুলো বিদেশের বড় বড় মার্কেটে বিক্রি হয় এবং সেগুলো পরে সেখানকার সাহেবরা তাদের সাহেবগিরি ঠিক রাখে, অর্থাৎ পরিস্থিতি এখন উল্টে গেছে।

যারা ঘর পেয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা যারা ঘর পেয়েছেন তারা কখনও চিন্তা করেননি জমিসহ এরকম একটি ঘর পাবেন, কিন্তু আপনারা ঘর পেয়েছেন। এটি কোন সরকার দিয়েছে সেটি মনে রাখতে হবে। এটি দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার, নৌকা মার্কার সরকার, এটি দেশের সবধরনের ভোটের সময়ও মনে রাখতে হবে।

ভোটের সময় আসলে অনেক রকমের দল আপনাদের সামনে হাজির হবে, তাদের বলতে হবে কখনো আমাদের খবর নাওনি, বদমাইশরা আবার এসেছো ধোঁকা দিতে, এমন করে তাদের জবাব দিতে হবে।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) রাজিব চৌধুরীর সঞ্চালনায় দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার এস এম রশিদুল হক, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আয়েশা আক্তার।

বাংলাদেশ সময়: ১৬১০ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২৩, ২০২১
এমআর/টিসি

জাতীয়

হাতে স্বপ্ননীড়ের চাবি, মুখে হাসির ঝিলিক

ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ১৬১০ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২৩, ২০২১

312 Share

সিলেট: ভূমিহীন ষাটোর্ধ্ব মনির আলী। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাকতেন স্কুল ঘরের বারান্দায়।

টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত ৫ থেকে ৫0% ছাড়! WALTON Television

সরকারের দেওয়া উপহার স্বপ্নীড় পেয়ে তার মুখে এখন অন্তহীন হাসি।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে খুব আনন্দ। স্ত্রী-সন্তান, নাতি-নাতনি নিয়ে ঘরে থাকতে পারবো।

একইভাবে লাখ টাকার ঘর পেয়ে মুখে কোটি টাকার হাসি ভূমিহীন রজব আলীর। সিলেট সদর উপজেলার খাদিমপাড়া ইউনিয়নে রুস্তমপুর পরের বাড়িতে থাকতেন তিনি। মৃত্যুর আগে নিজের বাড়িতে মরতে পারবেন, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে, বলেই একগাল হাসির ঝলকানি তার মুখে।

আর ভূমিহীন পিয়ারা বেগম বাড়ি পাওয়ায় বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রীর জন্য হুজুরকে দিয়ে দোয়া করিয়েছেন। প্রতিবন্ধী এক ছেলেকে নিয়ে এতদিন অনাহারে অর্ধাহারে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে করে কেঁদে ফেলেন।

তিনি বলেন, এখন অনাহারে থাকলেও নিজের ঘরে থাকবো। আগে বাড়ির চিন্তা করাতো ছিল স্বপ্ন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় সিলেট জেলায় মনির আলী, রজব আলী ও পিয়ারা বেগমের মতো ভূমিহীন এক হাজার ৪০৬ জনের হাতে সরকারের স্বপ্নীড়ের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে শনিবার (২২ জানুয়ারি)।

এদিন দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেট সদর উপজেলার হল রুমে প্রায় ১৭টি পরিবারকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

এর আগে সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সিলেট সদর উপজেলার হল রুম থেকে এতে সংযুক্ত হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন।

এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এজন্য আমরা গর্বিত। তার মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলো বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদেরকে বিনামূল্যে বসতঘর নির্মাণ করে দিচ্ছেন। ধাপে ধাপে এই কার্যক্রম আরও বাড়বে।

তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের সহকর্মীরা একদিনের বেতন এই প্রকল্পে দান করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। এই প্রকল্প শেষ হলে সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে কাজ শুরু করবে।

ঘর প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আশফাক আহমদ, আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যক্ষ সুজাত আলী রফিক, নিজাম উদ্দিন, আলী হোসেন প্রমুখ।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, সিলেট জেলায় ৪ হাজার ৪৭৮ জনকে ঘর তৈরি করে দিচ্ছে সরকার। প্রতিটি ঘর নির্মাণে খরচ হচ্ছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। প্রতিটি ঘরে দুটি কক্ষ, একটি রান্নাঘর ও একটি বাথরুম রাখা হচ্ছে। শনিবার (২৩ জানুয়ারি) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার মধ্যে সিলেট সদরে ১৪৫টি, দক্ষিণ সুরমায় ১২০, বিশ্বনাথে ৬৬৬, ওসমানীনগরে ৫৩৩, বালাগঞ্জে ৮৭৫, বিয়ানীবাজারে ১০৪, গোলাপগঞ্জে ২০০, ফেঞ্চুগঞ্জে ১৫০, গোয়াইনঘাটে ৫০০, কানাইঘাটে ১৯৩, জৈন্তাপুরে ৩৩৩, জকিগঞ্জে ১৫০ এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ২৫০টি নির্মাণকৃত ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিলেট বিভাগীয় প্রশাসন সূত্র জানায়, সিলেটে জমি নাই, ঘর নাই এমন 'ক শ্রেণির' লোকজনকে প্রায় ১০ হাজার ৩১৩টি ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে সরকারের খরচ হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। সঙ্গে আরো পাবেন নগদ ৪ হাজার টাকা করে। সে হিসেবে ভূমিহীন প্রতিটি পরিবারের পেছনে সরকারের বরাদ্দ এক লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ফলে ১০ সহস্রাধিক পরিবারে সরকারের ব্যয় হচ্ছে ১৮০ কোটি ৪৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ সময়: ১৬০২ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২৩, ২০২১
এনইউ/এএটি

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
জাতীয় বার্তা সংস্থা

সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই মুজিববর্ষের লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

481

ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ (বাসস) : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোন উৎসব আর কিছুই হতে পারেনা।

শেখ হাসিনা আজ সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে আরো বলেন,'এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেয়া হবে যাতে দেশের একটি লোক ও গৃহহীন না থাকে।' যাতে তারা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেব। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেব।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারী বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে ৩ হাজার ৭শ' ১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। করোনার কারণে আমরা সেগুলো করতে পারিনি। তবে, করোনা এক দিকে আশির্বাদও হয়েছে। কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সব চেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরেও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেব। কারণ আমি বিশ^াস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা-যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরনার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার ক্ষমতায় থাকাকালীন '৯১ সালের ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্য¬াট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শীঘ্রই আরো ১শ'টি ভবন তৈরী করা হবে। আজ এক লাখ ৬৬ হাজার ১৮৯ টি ঘর করে

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঠালতলা গ্রাম, নীলফামারি জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদেও সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন।

পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।
প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরীর মত জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তাঁর দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোন দেশে কোন সময় কোন সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলোর তৈরি করেছেন তাই সম্ভব হয়েছে এবং মান সম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'
এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সরকারী কর্মচারিরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সাথে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সকলে সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।'
তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোন শ্রেনী বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেনীকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেনীর জন্য উচ্চমানের ফ্লাট তৈরী করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেনীর মানুষের পুর্ণবাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।
এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধাবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১,১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬,১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সাথে ৩ হাজার ৭শ' ১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অধীন আশ্রয়ন প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতোমধ্যে সারাদেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬শ' ২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে। উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিষ্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে।
প্রতিটি দুই রুমের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তার ১৫(ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে যান। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।
তিনি বলেন, জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমি ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশনাতেই ভূমি ও গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের '৯৭ পরবর্তী সময়ে চালু করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের ঘর দেয়ার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়।
তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময় বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার যুগ ছিল। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্যের কারণে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল।
সে সময়ে বিরোধী দলে থাকলেও বিনাকারণে কারাবন্দী হওয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দি হয়ে গেলাম আমি। তারপরেও আমি আশা ছাড়িনি, আল্লাহ একদিন সময় দেবেন এবং এদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো।
তিনি ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয় যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন,'নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুণরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।'
করোনাভাইরাসের কারণে বিশে^র স্থবিরতায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।'
আমাদের দেশের মানুষ যেন অন্ন, বস্ত্র এবং উন্নত জীবন পায় সেটা নিশ্চিত করাই জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে তিনি ৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর বিশেষ করে সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের তথাকথিত গণতন্ত্রায়নের নামে দেশের বিরাজনীতি করনের ও কঠোর সমালোচনা করেন।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন মিলিটারি ডিক্টেটর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল আজকে রাষ্ট্রপতি হলাম, আর সেটাই গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল (যুদ্ধাপরাধী এবং কারাগারে আটক খুনী অপরাধীদের) কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করার, মানি লন্ডারিং করার, ঋণ খেলাপি হওয়ার, টাকা ছাপিয়ে নিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' বা 'আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'- তাদের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলার। আর দরিদ্রকে দরিদ্র করে রাখা এবং মুষ্টিমেয় লোককে অর্থবিত্ত করে দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা।
জিয়ার নির্বাচনের নামে প্রহসনের উদাহারণ টেনে 'হ্যাঁ-না' ভোটে 'না' ভোটের বাক্স না রাখা বা ১১০ শতাংশ ভোট পড়ারও অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন, যারা গণতন্ত্র নিয়ে আজকে কথা বলেন তাদের কাছে আমার এটাই প্রশ্নœ এটা কি করে গণতন্ত্র হতে পারে? একটা দল হলো হাঁটতে চলতেও শিখলোনা (বিএনপি) ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি তারাই ক্ষমতায় কি করে আসে?
প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশে^র দরবারের সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারি, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের দোয়া এবং সহযোগিতার প্রত্যাশাও পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা।
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে সারা দেশের উপজেলা প্রান্তগুলোতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। চারটি স্থানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মতবিনিময় করলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তাদের এবং স্থানীয় জনগণের ভিডিও বার্তা মূল অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারা দেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে দেশব্যাপী মিষ্টি মুখ করানো হয় বলেও তথ্য মিলেছে।

‘গৃহহীনদের ঘর দেওয়ার চেয়ে বড় উৎসব আর কিছু হতে পারে না’

ইউএনবি

প্রকাশিত ০৩:৫২ বিকেল জানুয়ারী ২৩, ২০২১

গৃহহীনদের জন্য তৈরী করা বাড়ির মডেল দেখছেন প্রধানমন্ত্রী। ইউএনবি

আগামী মাসে দরিদ্রদের মাঝে আরও এক লাখ বাড়ি বিতরণ করবে সরকার বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী

ভূমিহীন ও গৃহহীন ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারের মাঝে বাড়ি বিতরণের অনুষ্ঠানটিকে দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, “আজ আমরা গৃহহীন এবং ভূমিহীন মানুষের মাঝে ঘর দিচ্ছি, এটি দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব, বাংলাদেশে এর চেয়ে বড় উৎসব আর কিছু হতে পারে না। আমি সকলের কাছ থেকে দোয়া চাই যাতে আমরা দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।”

‘মুজিববর্ষ’ এবং ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষে সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে ঘর সরবরাহের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে আজ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ঘর বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ উদ্বোধনী কর্মসূচিতে যোগ দেন এবং দেশের ৪৯২ উপজেলার সাথে সংযুক্ত হন।

গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে সরকার। এটি এমন এক পদক্ষেপ যা প্রধানমন্ত্রীর মতো কেউ নেননি।

বাড়িগুলোর প্রতিটি ইউনিটে দুটি কক্ষ, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং বারান্দা রয়েছে, যা নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

শেখ হাসিনা বলেন, “আজকের দিনটি আমার জন্য সবচেয়ে খুশির এবং আনন্দের কারণ আমি জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বঞ্চিত অংশকে একটি বাড়ি ও ঠিকানা দিতে পেরেছি।”

“আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে শীতের এই মৌসুমে আমরা অসহায় মানুষগুলোকে ঠিকানা দিতে পেরে খুশি,” বলেন তিনি।

সরকার আগামী মাসে দরিদ্রদের মাঝে আরও এক লাখ বাড়ি বিতরণ করবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, “প্রক্রিয়াটি খুব শিগগিরই শুরু হবে। এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সময় দেশে কোনো গৃহহীন মানুষ থাকবে না।”

এই বিশাল কার্যক্রমে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “পৃথিবীর আর কোথাও এত স্বল্পতম সময়ে এত বড় কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে কি না আমার জানা নেই।”

“এমনকি আমাদের দেশেও এর আগে কোনো সরকার এই স্বল্প সময়ে এত বেশি বাড়ি তৈরি করতে পারেনি, এটি সাধারণ কাজ নয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে আমরা এই বিশাল কাজটি শেষ করতে পেরেছি” বলেন সরকার প্রধান।

তিনি আরও বলেন, “সরকার সব স্তরের মানুষের জন্য কাজ করছে যাতে তারা একটি আদর্শ জীবনযাপন করতে পারে।”

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সারা দেশে গৃহহীন মানুষের মাঝে ঘর দেয়ার প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, “মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে কেউ আশ্রয়হীন থাকবে না। আমরা আমাদের পক্ষে যা সম্ভব করব। আমাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকায় আমরা সীমিত পরিসরে বাড়িগুলো তৈরি করছি, তবে প্রতিটি মানুষের জন্য অন্তত একটি বাড়ি আমি সরবরাহ করব।”

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, “তিনি বিশ্বাস করেন যে এই দরিদ্র মানুষগুলো যখন তাদের নিজ ঘরে বাস করবে তখন তার (প্রধানমন্ত্রীর) বাবা এবং মায়ের আত্মা শান্তি পাবে, যারা দেশের মানুষের জন্য নিজেদের সারা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।”

তিনি বলেন, “দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা লাখ লাখ শহীদের আত্মা শান্তি পাবে। জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা।”

শেখ হাসিনা বলেন, “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে অনেক কর্মসূচি হাতে নেয়া হলেও করোনাভাইরাসের কারণে সরকার সেগুলো উদযাপন করতে পারেনি।”

“করোনাভাইরাস এক অর্থে অভিশাপ হয়ে এসেছে, তবে এটি অন্য অর্থে এটি আশীর্বাদও কারণ আমরা আমাদের সব মনোযোগ এই নির্দিষ্ট কাজে (গৃহহীন মানুষকে আশ্রয় প্রদান) লাগাতে পেরেছি,” বলেন তিনি।

যারা নতুন বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির পাশে গাছ লাগানোর অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী।

গৃহহীন মানুষকে আশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য তিনি দেশের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ৪৯২ উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারের প্রত্যেকের মাঝে বাড়ির জমির মালিকানার দলিল হস্তান্তর করেন।

এ সময় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলার কয়েকজন উপকারভোগীর সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পরিবর্তন

‘গৃহহীনদের ঘর উপহার মুজিববর্ষে সবচেয়ে বড় উৎসব’

পরিবর্তন প্রতিবেদক | ২:১৮ অপরাহ্ণ, জানুয়ারি ২৩, ২০২১

Share

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর উপহার বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উৎসব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, ‘আজকে এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব, এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের হতে পারে না।’

শনিবার ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চবি বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। এ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন ৪৯২টি উপজেলার মানুষ।

মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পৌনে ৯ লাখ গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রথমে ৬৬ হাজার ১৮৯টিকে ঘরের মালিকানা দেওয়া হলো।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন এই মানুষগুলো এই ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা-মার আত্মা শান্তি পাবে। লাখো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে। কারণ এসব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তো ছিল আমার বাবার লক্ষ্য।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আজ আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের।’

‘আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভেবেছেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।’

তিনি বলেন, ‘খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজে আপনাদের হাতে জমির দলিল তুলে দিই। কিন্তু করোনাভাইরাসের জন্য হলো না। তারপরেও আমি মনে করি, দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলেই এভাবে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমরা প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কাজ করছি। সব মানুষকেই জন্য ঠিকানা করে দেবো, এটাই আমার লক্ষ্য।’

শেখ হাসিনার পছন্দ করা নকশায় নির্মাণ করা হয়েছে এই প্রকল্পের বাড়ি। প্রতিটি ঘরে থাকছে দুটি শয়ন কক্ষ, একটি লম্বা বারান্দা, একটি রান্নাঘর ও একটি টয়লেট। এসব ঘরের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা। পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

তারা শুধু ঘর নয়, সঙ্গে পাচ্ছেন ভূমির মালিকানাও। প্রত্যেককে তার জমি ও ঘরের দলিল নিবন্ধন ও নামজারিও করে দেয়া হচ্ছে। দেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে এর আগে এত মানুষকে এক দিনে সরকারি ঘর হস্তান্তর করা হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিশ্বে এর আগে একদিনে এত বেশি ঘর বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়নি।

উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জেলায় উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন।

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

০৭:৩৪ অপরাহ্ন, জানুয়ারি ২৩, ২০২১ / সর্বশেষ সংশোধিত: ০৭:৪২ অপরাহ্ন, জানুয়ারি ২৩, ২০২১

সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই মুজিববর্ষের লক্ষ্য: প্রধানমন্ত্রী

বাসস, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর হতে পারে না।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি: বাসস

শেখ হাসিনা আজ সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে আরও বলেন, 'এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হবে যাতে দেশের একটি লোক ও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেবো। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটা ঠিকানা করে দেবো।'

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে অনুষ্ঠানে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়।

গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এবং সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

শেখ হাসিনা বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। সেগুলো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তবে, করোনা এক দিকে আশীর্বাদও হয়েছে কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই (গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া) নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরেও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেবো। কারণ আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা, যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, লাখো শহিদ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিবারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী (রোহিঙ্গা) তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি।

অনুষ্ঠানে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদেও সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন।

পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মত জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তার দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলোর তৈরি করেছেন তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সকলে সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।'

তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছি এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এদিন ভিক্ষুক, ছিন্নমূল এবং বিধবাসহ ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১,১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬,১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলায় ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতোমধ্যে সারাদেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

মুজিববর্ষে ঘর উপহার: আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

January 23, 2021 | 10:56 pm

15 Shares

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: মুজিববর্ষে উপকারভোগী ভূমিহীন-গৃহহীন প্রান্তিক মানুষরা আজন্মলালিত স্বপ্ন নীড়ের মালিকানা উপহার পেয়ে নিখাদ ভিজোতো হাসি আর আনন্দাশ্রুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। উপহার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা জানাতেও তারা দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার। প্রধানমন্ত্রী জানান, অসহায় মানুষের এমন অনিঃশেষ আনন্দ প্রাপ্তি পূরণই ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন। আর তিনি এটাকে তার কর্তব্য বলে জানেন। তাই আঞ্চলিক গানের কথা সুরে উপকারভোগীরা প্রধানমন্ত্রীকে গরীব দুঃখী মানুষের 'মা জননী' হিসেবেও আখ্যায়িত করেন।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপকারভোগী ও প্রধানমন্ত্রী এমন অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

একসঙ্গে সর্বমোট ৬৯ হাজার ৯০৪ জন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদানের ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম। এদিন জমিসহ একক ঘর প্রদান করা ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে। আর ব্যারাক হাউজে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। মুজিববর্ষে পিতার স্বপ্ন পূরণের সারথি হিসেবে আরেকটি মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। উদ্বোধন ঘোষণা শেষে প্রধানমন্ত্রী গণভবন প্রান্ত থেকে ভিডিও কনফারেন্সে চার জেলার উপজেলা প্রান্তে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিভিন্ন উপজেলার মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা উপকারভোগীদের হাতে বাড়ির চাবি, দলিল ও সনদ হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তার সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয় এবং ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে মুজিববর্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পাশাপাশি মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা শেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন। উপকারভোগীরা মুজিববর্ষে দুই শতক জমিসহ ঘর উপহার পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তারা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। একইসঙ্গে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণে প্রধানমন্ত্রীর যেকোনো স্বপ্নযাত্রার সারথি হওয়ার দৃঢ়তা প্রকাশ করেন এবং বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতে যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এজন্য প্রধানমন্ত্রীও মুজিববর্ষে গৃহহীন-ভূমিহীনদের জমিসহ ঘর উপহার দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারের সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ঘরগুলো তৈরির কাজে জড়িতদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বাড়িগুলো নির্মাণ করেছে। একইসঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে।

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহহীন-ভূমিহীনদের এই উপহার দিতে আপনি যে স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছেন, এটিতে অংশগ্রহণ করে নবীন কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের কাছে পাথেয় হয়ে থাকবে।'

স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ সারাবিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে উল্লেখ করে বলেন, 'আপনি যে অবদান জনগণের জন্য রাখছেন আমরা পরম করুণাময়ের কাছে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং আপনি দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করুন।'

উপকারভোগী রিনা পারভীন নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি অশ্রুসিক্ত আবেগে বলেন, 'আমি একজন হতদরিদ্র মানুষ। আমি জীর্ণশীর্ণ একটি ঘরে থাকি। আমার স্বামী একজন দিনমজুর। নিয়মিত কাজ হয় না। অনেক সময় না খেয়ে থাকতে হয় পরিবারের। এই মুজিববর্ষে আমি আপনার কাছ থেকে একটি ঘর উপহার পেয়েছি। এই ঘর পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি। কারণ এরকম ঘর আমি কোনোদিন তৈরিও করতে পারতাম না। কারণ আল্লাহ সেই সামর্থ্য আমাকে দেননি। আপনি আমাদের জীবনে আল্লাহর অশেষ রহমত। আপনি আমাদের মাঝে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন, সবাইকে সাহায্য সহযোগিতা করুন।'

এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনি কাঁদবেন না। আমি মনে করি, এটা আমার কর্তব্য। আজকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে আমি এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তার স্বপ্নটা পূরণ করতে হবে। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। আর সেজন্য আমি আমার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আর বাংলাদেশে যাতে একটি মানুষও গৃহহারা, ভূমিহীন না থাকে; আমরা সেই ব্যবস্থা করব। শুধু ঘর করে দেওয়া নয়, সেইসঙ্গে জীবন জীবিকার পথও যেন খুঁজে পান সেটিও ব্যবস্থা করা হবে। আমি অনুরোধ করব, যারা ঘর পেয়েছেন, প্রত্যেকে অন্তত ঘরের সামনে একটি করে গাছ লাগান। যাতে ফলটিা হয়। সবাই খেতে পারে।'

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রামে মতবিনিময়ের সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি মনে করি আপনারা একটা মহৎ কাজ করেছেন। যারা এই প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, এই যে অসাধ্য সাধন করেছেন, এটা শুধু আপনাদের চাকরি জীবনেই নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আপনারা যে মহৎ কাজ করেছেন, সেটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারেন।'

পরে উপকারভোগী আফরিনার অনুভূতি শোনেন প্রধানমন্ত্রী। উপকারভোগী আফরিনা শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি কি ভালো আছেন?' তার জবাবে প্রধানমন্ত্রীও বলেন, 'জি, ভালো আছি।'

এরপর আফরিনা আঞ্চলিক ভাষায় বলেন, 'মোর নাম আফরিনা। মোর আগে কিছুই আছিল না। স্বামী সন্তান নিয়া মাইনসের জমিত খুব কষ্টে আছিনু। এখন মোক শেখের বেটি শেখ হাসিনা জায়গা-জমি-ঘর-বাড়ি-কল-পায়খানা সবকিছুই উপহার দিছেন। স্বামী সন্তান নিয়া সুখে থাকিম। এখন মুই খুব খুশি। তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তোমরা আরও দীর্ঘজীবী হন। আর এই দেশের উন্নতি করেন, সুস্থ থাকেন, ভাল থাকো।'

তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাগফেরাত কামনা করে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হামরা তোমার জন্য একটি ভাওয়াইয়া গান বানাইছি। তোমরা যদি একটু শোনেন হামরা খুব খুশি হইমো।'

এরপর তারা গাইলেন, 'বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা হামার শেখ হাসিনা… অর দুঃখী মাইনষের দেশ হামারে সোনারও ঠিকানা। দেশ-বিদেশে নাইরে তুলনা… গরীবেরও মা জননী হামার প্রধানমন্ত্রী, জমি দেন ঘর দেন হামরা হইলো খুশী…… 'মা জননী হামার প্রধানমন্ত্রী ওরে দেশরত্ন হামার প্রধানমন্ত্রী' মা জননী হামার প্রধানমন্ত্রী, ওরে দেশরত্ন হামার প্রধানমন্ত্রী।'

প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাওয়াইয়া গান শুনে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানিয়ে হাস্যমুখে বলেন, 'খুব ভাল লাগছে। একটা উৎসবমুখর পরিবেশ। মেলা বসে গেছে নিশ্চয়ই শীতের পিঠা খাওয়া হচ্ছে। আপনারা সবাই ভালো থাকেন।'

হবিগঞ্জ চুনারুঘাট উপজেলার ইকরতলী গ্রামের উপকারভোগী নুরুল হুদা মতবিনিময় করেন। তিনি পেশায় সিএনজি চালক। তিনি বলেন, 'আপনি মুজিব শতবর্ষে আমারে দুই শতক জায়গাসহ খুবই সুন্দর একটি ঘর উপহার দিছেন। তাতে আমি খুব খুশি। আমি এখন বউ-বাচ্চা নিয়া খুবই শান্তিতে থাকতে পারমু। আর আপনার জন্য দোয়া করমু। আল্লাহ যেন আপনার হায়াত বাড়াইয়া দেয়। আমার মতো আরও গরীব-দুঃখীকে যেন সাহায্য করতে পারেন।'

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি খুব খুশি হলাম। আপনারা এটা পেয়েছেন। ভালোভাবে থাকেন। সেটাই চাই।'

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বালিয়াডাঙ্গীতে গৃহহীন ভূমিহীনদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গম্ভীরা গান পরিবেশন করা হয়। গম্ভীরা শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম গম্ভীরা শুনেছিলাম ১৯৭৪ সালে নাটোরে (উত্তরা গণভবন) আব্বা নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় নানা-নাতি প্রথম এসে গম্ভীরা শোনায়। তাই এখন শুনতে অবশ্যই খুব ভালো।' পরে তিনি গম্ভীরা শোনেন।

সারাবাংলা/এনআর/পিটিএম

প্রথম আলো

বাড়ি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা গৃহহীনদের

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৩ জানুয়ারি গণভবনে | ছবি : বাসস

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে বাড়ি পেয়েছে ভূমিহীন ও গৃহহীন হাজার হাজার পরিবার। নিজস্ব ঠিকানা ও আশ্রয় পাওয়ার জন্য তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী আজ শনিবার সকালে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হয়। সরকার মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এ বাড়িগুলো নির্মাণ করেছে। একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনকালে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপকারভোগী এক নারী কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে। ২৩ জানুয়ারি সৈয়দপুরের কামারপুকুর ইউনিয়নের নিজবাড়ি গ্রামে | ছবি : প্রথম আলো

অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঁঠালতলা গ্রামের পারভীন। তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি খুবই খুশি। আমি জীবনে কখনো এমন বাড়ি বানাতে পারিনি।' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে পারভীন আরও বলেন, 'আমার স্বামীর কোনো কাজ নাই। আমাদের প্রায়ই না খেয়ে দিন কাটাতে হয়। আমাদের কোনো বাড়ি ছিল না। কখনো ভাবিনি আমাদের একটা বাড়ি হবে। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাদের একটি ঘর ও জমি দিয়েছেন। আপনি অনেক দিন বেঁচে থাকবেন।'

পারভীনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কাঁদবেন না। আমি মনে করি এটা আমার দায়িত্ব।' তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে আমি জনগণের স্বপ্নপূরণ এবং দেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের কোনো মানুষ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না এবং আমি তা নিশ্চিত করব। একই সময়ে যাতে সকল মানুষ জীবন ও জীবিকার উপায় খুঁজে পেতে পারেন, আমি তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

কয়েক দিন আগেও গৃহহীন থাকা মুক্তিযোদ্ধা অশোক দাসও একটি বাড়ি পেয়েছেন। তিনিও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মধ্যে মোট ১৪০টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

ডুমুরিয়া ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নের নিজবাড়ি গ্রাম, হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার ইকারতলী গ্রাম এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সাল্লা গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হন।

সৈয়দপুর উপজেলার নিজবাড়ি গ্রামের একজন সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমার জমি ও বাড়ি ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে আমাকে জমি, বাড়ি, সবকিছু দিয়েছে। আমি আনন্দে অভিভূত। আমি প্রার্থনা করি, আপনি (শেখ হাসিনা) দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন যাপন করুন।'

সুবিধাভোগীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য লেখা একটি ভাওয়াইয়া গান গেয়ে শোনান।

এ ছাড়া সিএনজিচালিত অটোরিকশার গাড়িচালক চুনারুঘাট উপজেলার ইকারতলী গ্রামের সুবিধাভোগী মো. নুরুল হুদা বলেন, তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে বনভূমিতে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, 'আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাকে জমিসহ একটি বাড়ি দিয়েছেন, যা আমাকে আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সুখে জীবন কাটানোর সুযোগ করে দেবে।'

নুরুল হুদা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যাতে তিনি আগামী দিনে দরিদ্র, গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে আরও সাহায্য করতে পারেন। চুনারুঘাট উপজেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের হাতে মোট ৭৪টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়।

পরে প্রধানমন্ত্রী ভার্চ্যুয়ালি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় যান, যেখানে ৩৪০টি বাড়ি দেওয়া হয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ফাতেমা বেগম, যিনি একটি বাড়ি পেয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমার কোনো ঠিকানা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার উপহার (বাড়ি ও জমি) আমাকে একটি ঠিকানা দিয়েছে, যেখানে আমি আমার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে পারব।'

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে দুই শতক জমির রেজিস্টার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি দুই রুমের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তার সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তার ১৫(ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে যান। জাতির পিতা গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি বলেন, জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমি ও গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তার নির্দেশনাতেই ভূমি ও গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের '৯৭ পরবর্তী সময়ে চালু করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের ঘর দেয়ার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়।

তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময় বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার যুগ ছিল। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্যের কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল।

সে সময়ে বিরোধী দলে থাকলেও বিনা কারণে কারাবন্দী হওয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দী হয়ে গেলাম আমি। তারপরেও আমি আশা ছাড়িনি, আল্লাহ একদিন সময় দেবে এবং এদেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারব।

তিনি ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয় যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, 'নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং আবার আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।'

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের স্থবিরতায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেব। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।'

আমাদের দেশের মানুষ যেন অন্ন, বস্ত্র এবং উন্নত জীবন পায় সেটা নিশ্চিত করাই জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে তিনি ৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর বিশেষ করে সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের তথাকথিত গণতন্ত্রায়নের নামে দেশের বিরাজনীতিকরণেরও কঠোর সমালোচনা করেন।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন মিলিটারি ডিক্টেটর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে একদিন ঘোষণা দিল আজকে রাষ্ট্রপতি হলাম, আর সেটাই গণতন্ত্র হয়ে গেল? হ্যাঁ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিল (যুদ্ধাপরাধী এবং কারাগারে আটক খুনী অপরাধীদের) কিন্তু মানুষকে দুর্নীতি করার, মানি লন্ডারিং করার, ঋণ খেলাপি হওয়ার, টাকা ছাপিয়ে নিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' বা 'আই উইল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'- তাদের কাজই ছিল এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলার। আর দরিদ্রকে দরিদ্র করে রাখা এবং মুষ্টিমেয় লোককে অর্থবিত্ত করে দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা।

জিয়ার নির্বাচনের নামে প্রহসনের উদাহরণ টেনে 'হ্যাঁ-না' ভোটে 'না' ভোটের বাক্স না রাখা বা ১১০ শতাংশ ভোট পড়ারও অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন, যারা গণতন্ত্র নিয়ে আজকে কথা বলেন তাদের কাছে আমার এটাই প্রশ্ন এটা কি করে গণতন্ত্র হতে পারে? একটা দল হলো হাঁটতে চলতেও শিখল না (বিএনপি) ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দলের সৃষ্টি তারাই ক্ষমতায় কি করে আসে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের দরবারের সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারি, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলায় সকলের দোয়া এবং সহযোগিতার প্রত্যাশাও পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে সারাদেশের উপজেলা প্রান্তগুলোতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। চারটি স্থানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মতবিনিময় করলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তাদের এবং স্থানীয় জনগণের ভিডিও বার্তা মূল অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারাদেশের উপকারভোগীদের নিয়ে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে দেশব্যাপী মিষ্টি মুখ করানো হয় বলেও তথ্য মিলেছে।

প্রথম আলো

‘ছিলাম ভূমিহীন, এখন জমি ও ঘরের মালিক’

জহির রায়হান কুড়িগ্রাম থেকে

প্রকাশ : ২৩ জানুয়ারি ২০২১, ১১ : ৩২

আশ্রয় পেয়ে নতুন ঘর সাজিয়েছেন রাশেদা বেগম ও আনোয়ার। কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়িতে। | ছবি : জাহিদুল করিম

ধরলা নদীর ভাঙনে জামিলা বেগমের ভিটা গেছে, ঘরও গেছে। জমি কিনে বাড়ি করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না। ৫ বছর ধরে থাকছেন অন্যের আশ্রয়ে। সেই জামিলার দুঃখ ঘুচতে যাচ্ছে আজ। প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় তিনি একটি আধা পাকা ঘর পাবেন।

জামিলার বাড়ি কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নে। নতুন বরাদ্দ পাওয়া ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জামিলা বলেন, ‘ছিলাম ভূমিহীন, এখন জমি ও ঘরের মালিক। খুশি খুশি লাগছে।’ ১৫ জানুয়ারি ঘরের ২ শতাংশ জমিও তাঁর নামে লিখে (বন্দোবস্ত) দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

জামিলা বেগমের মতো সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আধা পাকা ঘর দিচ্ছে সরকার। এ ছাড়া ৩৬টি উপজেলায় ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে আরও ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবে ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর দিচ্ছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ শনিবার সকালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন।

নতুন ঘরে বসে আছেন দেলো বেগম। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গায়। | ছবি : জাহিদুল করিম

জামিলা বেগমের পাশের ঘরে ছিলেন দেলো বেগম। তাঁর বয়স ৮০ বছরের বেশি। তাঁর জীবনের গল্পটা ভিন্ন। তাঁর স্বামীর জায়গা-জমি ছিল না। স্বামী-সন্তান নিয়ে তিনি ছিলেন বাবার দেওয়া জমিতে। কিন্তু সেই জমি প্রতারণা করে লিখে নেন এক প্রতিবেশী।

৪৫ বছর আগের সেই ঘটনা আজও দেলো বেগমকে পীড়া দেয়। বললেন, বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ভুলতে পারি না। তিনি বলেন, 'শ্যাষ বয়সে আইসা জমি ও ঘর পাব, কোনো দিন ভাবতে পারি নাই। শেখ হাসিনা ঘর দিছে, আল্লায় তাক শান্তি দিক।'

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভোগভাঙ্গার এই আশ্রয়ণ প্রকল্পে জমি ও ঘর পেয়েছে ১৬টি পরিবার। গতকাল শুক্রবার সকালে সেখানে গিয়ে আরও অনেকের অজানা গল্পগুলো জানা গেল। যেমন ভূমিহীন পরিচয়টি খুব কষ্ট দিত ষাটোর্ধ্ব আবদুল হামিদকে। তিনি দিনমজুরি করেন। অভাবের সংসারে দিন এনে দিন খেতে চলে যায়। তারপরও একবার কষ্ট করে ২ শতাংশ জমি কেনার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলের অসুখের পেছনে চিকিৎসায় তা আর হয়নি।নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আবদুল হামিদ বললেন, গ্রামে জমি না থাকলে কেউ মূল্য দেয় না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। সেই কষ্ট আর থাকবে না। বললেন, 'সরকার হামাক ২ শতক জমি নিকি দিচে, হামরা খুউব খুশি হইছি।'

ঘর পাওয়ার আনন্দে দেয়ালে নিজের ও স্বামীর নাম লিখেছেন মিষ্টি। কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়িতে গতকাল ছবিটি তোলা।
| ছবি : জাহিদুল করিম

নতুন বরাদ্দ পাওয়া ঘরের দেয়ালে নিজের ও স্বামীর নাম আলপনায় এঁকেছেন মিষ্টি বেগম। ৭ বছর আগে তিনি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। স্বামীর ভিটেবাড়ি না থাকায় তাঁকে থাকতে হয়েছে বাবার বাড়িতে। আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ঘর পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত।

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ি ইউনিয়নের বানিয়ারকুটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে শুক্রবার দুপুরে গিয়ে দেখা গেল, বন্যার সময় করা আশ্রয়ণকেন্দ্র ও আশ্রয়ণ প্রকল্প পাশাপাশি। এখানে নির্মাণ করা হয়েছে ৪০টি ঘর। আশ্রয় পাবে ৪০টি পরিবার।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আবদুল মোতালেব বললেন, আশ্রয়কেন্দ্র থেকে দুধকুমার নদের দূরত্ব আধা কিলোমিটার। এলাকাটি বন্যাকবলিত। দুধকুমার নদের ভাঙনে ভিটাহারা কিছু পরিবার ঘর পেয়েছে।

কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম বলেন, সারা দেশে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় ১ হাজার ৫৪৯টি পরিবার ২ শতাংশ করে জমি ও একটি ঘরে আধা পাকা ঘর পাবে।

বানিয়ার কুটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের পশ্চিম পাশে ঘর পেয়েছেন আনোয়ার হোসেন। তাঁর ঘরে ঢুকে দেখা গেল, একটি রুমের দরজা নতুন পর্দা দিয়ে সাজানো। আনোয়ারের স্ত্রী রাশেদা বেগম বলেন, নতুন ঘর পাওয়ায় তিনি খুশিতে পর্দা কিনে এনেছেন।

প্রথম আলো

ঘর পেয়ে ঘরে ঘরে আনন্দ

আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধনের পর জমি ও ঘরের দলিল হস্তান্তর করা হয়। পরে উপকারভোগীরা তা উঁচিয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। শনিবার নীলফামারীর সৈয়দপুরের কামারপুর ইউনিয়নের বোতলাগাড়ির নিজবাড়িতে। ছবি: [illegible]

অন্যের ঘরে নিজের জন্ম। সন্তানের জন্মও অন্যের ঘরে। দীর্ঘ ৩০ বছর পর নিজের নামে তিনিই কিনা পেলেন জমির দলিল ও ঘরের কাগজ! তাই উচ্ছ্বাস যেন কমছে না ইটভাটা শ্রমিক মোকসেদুলের।

মোকসেদুলের বাড়ি নীলফামারীর সৈয়দপুরে। নতুন পাওয়া ঘর ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বললেন, আধা পাকা ঘরটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। থাকার কক্ষের সঙ্গে রান্নাঘর। পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও ভালো। বিদ্যুৎ আছে। পানি আছে। পরিবার নিয়ে এখন খুব ভালোভাবে থাকতে পারবেন।

ইটভাটা শ্রমিক মোকসেদুলের মতোই সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আধা পাকা ঘর দিচ্ছে সরকার। এ ছাড়া ৩৬টি উপজেলায় ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে আরও ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবে ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর দিচ্ছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ শনিবার সকালে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন।

সকাল ১০টা। তখনো কুয়াশার চাদর কাটেনি। তবু বর্ণিল সাজের কমতি নেই 'নিজবাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্পে'। নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার এই আশ্রয়কেন্দ্রে ঘর পেয়েছে ৩৪টি ভূমিহীন ও দরিদ্র পরিবার। তাদের হাতে জমির দলিল ও ঘরের কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয় আজ।

সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় তাঁকে প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করেন সৈয়দপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাসিম আহমেদ। একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী এক উপকারভোগীর সঙ্গে কথা বলেন।

আকলিমা নামের এক উপকারভোগী প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, 'মোর জায়গা-জমি ছিল না। তোমরা ঘর দিছেন, জমি দিছেন। স্বামী-সন্তান নিয়া সুখে থাকিম। মুই খুব খুশি হইছোং।'

অনুষ্ঠান চলাকালে প্রধানমন্ত্রীকে রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত একটি ভাওয়াইয়া গান শোনান স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মীরা। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আশ্রয়ণ কেন্দ্রের ঘর প্রদান উপলক্ষে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মুজিব বর্ষে এটি সবচেয়ে বড় উপহার। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমি ও ঘর দিতে পেরে আমি নিজেও আনন্দিত।'

নিজবাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্পটি ঢাকা-সৈয়দপুর মহাসড়কের কামারপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। ১৪ একর আয়তনের এ জায়গায় আগের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৮০টি পরিবার আছে। নতুন করে যুক্ত হলো ৪০টি পরিবার।

নতুন নির্মিত ঘরগুলোর উদ্বোধন উপলক্ষে সেগুলো সাজানো হয়েছে নানা রঙের কাগজের মালা দিয়ে। ঘরের দরজার সামনে লাগানো হয়েছে নামফলক। অনুষ্ঠান শেষ হলে নতুন কাপড় পরে ২৩ নম্বর ঘরের সামনে বসে ছিলেন শাহিনা আক্তার। উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে বলেন, 'এত দিন খুব কষ্টোৎ পড়ি আসলং। আইজ হামারগুলার ঘরে ঘরে আনন্দ। খুব খুশি নাগছে। সবাক মিষ্টি খাওয়ামো।'

সৈয়দপুরের ইউএনও নাসিম আহমেদ বলেন, স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক চাহিদা ও কর্মসংস্থানের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোর দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হবে।